যুগান্তর

তারিখ ... 14 MAR 2017
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

শিক্ষার্থীদের জন্য হাফ ভাড়ার বালাই নেই

▶▶ সাইফুল ইসলাম খান

ঢাকা শহরে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বর্তমানে কয়েক লাখ। এই শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই নিম্নবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। দিন দিন শিক্ষা ব্যয় যেভাবে বাড়ছে তাতে শঙ্কিত হয়ে পড়ছে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য গণপরিবহনে ভোগান্তি ও আর্থিক বিড়ম্বনার ফলে সেই শঙ্কার বিপদ সংকেতে যোগ করছে নতুন মাত্রা। প্রতিদিন আসা-যাওয়ার হিসাবে ৩০ টাকা করে ধরলে দৈনিক একজন শিক্ষার্থীকে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতেই গুনতে হয় ৬০ টাকা। মাসে যার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ হাজার ৮০০ টাকা, আর বছরে ২১ হাজার ৬০০ টাকা। নিম্ন মধ্যবিত্তের একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে মাসে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

'সরকারি পরিবহন বিআরটিসিসহ অন্যান্য বাসে শিক্ষার্থীরা হাফ ভাড়া দেবে। তাদের কাছ থেকে বাসগুলো হাফ ভাড়া না নিলে সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করবেন। ব্যবস্থা নেয়া হবে।' কথাগুলো বলেছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাফ ভাড়া আদায়ের বিষয়টি ঘোষণা দিলেও গেজেট আকারে প্রকাশ করতে কোনো উদ্যোগ নেননি। ফলে মুখে মুখেই রয়ে গেছে মন্ত্রীর সে ঘোষণা। মন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশের স্টুডেন্ট ভাড়া শুধু হাতেগোনা কয়েকটি লোকাল বাস নিয়ে থাকে। সিটিং বাসে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো সুযোগ নেই।

লক্কড়-ঝক্কড় মার্কা 'তরঙ্গ প্লাস' মোহাম্মদপুর থেকে সিটি কলেজ হয়ে বনশ্রী রুটে চলাচল করে। মোহাম্মদপুর থেকে সিটি কলেজ সাধারণ ভাড়া ১০ টাকা, স্টুডেন্ট ভাড়াও ১০ টাকা— হাফ ভাড়া নাই। 'তরঙ্গ প্লাস' মোহাম্মদপুর থেকে মহাখালী তিতুমীর কলেজ হয়ে বনশ্রী রুট, মোহাম্মদপুর থেকে তিতুমীর কলেজ সাধারণ ভাড়া ২৫ টাকা স্টুডেন্ট ভাড়াও ২৫ টাকা— কোনো হাফ ভাড়া নেই। '১৩ নাম্বার' মোহাম্মদপুর থেকে ঢাকা কলেজ হয়ে আজিমপুর রুট, মোহাম্মদপুর থেকে ঢাকা কলেজ সাধারণ ভাড়া ১০ টাকা, স্টুডেন্ট ভাড়া ৮ টাকা। 'প্রাজাপতি' মোহাম্মদপুর থেকে শ্যামলী মিরপুর হয়ে উত্তরা এয়ারপোর্ট রুটে চলাচল করে। মোহাম্মদপুর থেকে বাঙলা কলেজ সাধারণ ভাড়া ২০ টাকা, স্টুডেন্ট ভাড়াও ২০ টাকা— কোনো হাফ ভাড়া নেই।

'ইসিবি চত্বর থেকে মিরপুর ১০ হয়ে আজিমপুর চলাচল করে 'মিরপুর লিংক'। মিরপুর ১০ থেকে আজিমপুর এর মধ্যে যেখানেই যাত্রী নামুক না কেন ভাড়া ২৬ টাকা। ছাত্র হলেও যে ভাড়া সাধারণ যাত্রী হলেও সে ভাড়া। মিরপুর রূপনগর থেকে আজিমপুর রুটে চলাচল করে 'বিহঙ্গ' ও 'আশীর্বাদ'। এ বাস দুটিতেও স্টুডেন্ট ভাড়া না নিয়ে ঢালাওভাবে ফুল ভাড়া ১৬ টাকা রাখে বলে অভিযোগ আছে। এছাড়া মিপুর ১২ থেকে মতিঝিল

মন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষা

ভালো নেই সরকারি বিআরটিসি পরিবহনও

রুটের বাস 'বিবল্ক'। এটিতেও ছাত্র ভাড়া রাখা হয় না।

রবরব, হিমাচল, আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, বিহঙ্গ পরিবহন চলাচল করে ১০নং মিরপুর গোল চত্বর হতে মহাখালী। এ পরিবহনগুলোতে বাড়তি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ আছে।

আজিমপুর থেকে উত্তরা যায় 'ফাল্গুন পরিবহন'। সিটিং সার্ভিস দেয়ার নাম করে কোনো স্টুডেন্ট ভাড়া নেয় না তারা। এ রুটে নিয়মিত চলাচল করে গার্হস্থ অর্থনীতি কলেজ আজিমপুর শাখার ছাত্রী নাজিয়া খান। তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'ফাল্গুনে স্টুডেন্ট ভাড়া নেয় না। নীলক্ষেত মোড় থেকে মালিবাগ যেতে তারা ১৮, ২০ টাকা এবং মাঝেমধ্যে ২৫ টাকার টিকিট ধরিয়ে দেয়। স্টুডেন্ট পরিচয় দিয়ে কম রাখার কথা বললে তারা বলে সিটিং গাড়ি কম রাখা যাবে না। ফুল ভাড়া দিলে দেন না হলে গাড়ি থেকে নেমে যান।' মিরপুর ১ থেকে আসাদগেট দিয়ে যায় নিউ ভিশন, আসাদগেট পর্যন্ত তারা সবার কাছ থেকে ভাড়া নেয় ১৪ টাকা।

আব্দুল্লাহপুর থেকে গুলিস্তান রুটে চলাচলরত ঢাকা পরিবহন, আব্দুল্লাহপুর থেকে আজিমপুর রুটে বিকাশ পরিবহন, শাহবাগ থেকে মাটিকাটা রুটে ৪নং এলাইক সার্ভিস, আজিমপুর থেকে মোহাম্মদপুর রুটে ১৩নং বাস, চিটাগাং রোড থেকে গুলিস্তান রুটে কোমল মনি বাস সার্ভিস, পোস্তগোলা-দিয়াবাড়ী রুটে রাইদা, পোস্তগোলা-গাজীপুর রুটে ছালসাবিল, সাইনবোর্ড-গাজীপুর রুটে অনাবিল, জুরাইন-মোহাম্মদপুর রুটে রংধনু, নারায়ণগঞ্জ-গুলিস্তান রুটে বোরাক ও আনন্দ, ধূপখোলা-সাইনল্যাব রুটে মালঞ্চ, যাত্রাবাড়ী-মিরপুর রুটে শিকড় পরিবহন, কেরাণীগঞ্জ-মিরপুর রুটে দিশারী ও সময় পরিবহন, আশুলিয়া থেকে মিরপুর রুটে আলিফ, মোহনা এবং শ্রাবণী পরিবহন, উত্তরা কামারপাড়া- পল্টন শতাব্দী পরিববহন, বনশ্রী-মোহাম্মদপুর রুটে তরঙ্গ প্লাস, হাতিরঝিলের চক্রাকার বাস সার্ভিস, মোহাম্মদপুর-আব্দুল্লাহপুর রুটে প্রজাপতি, মিরপুর ১০ থেকে মতিঝিল রুটে ১৫ নাম্বার, গুলিস্তান-সাভার রুটে ওয়েলকাম (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ব্যতিত), চিড়িয়াখানা থেকে সদরঘাট রুটে তানজিল, সাভার-মিরপুর রুটে ইতিহাস ও রাজধানী পরিবহন, চিড়িয়াখানা-যাত্রাবাড়ী রুটে নুর এ মক্কা, আনসার ক্যাম্প-বাড্ডা রুটে জাবালে নুর এবং রাজধানীতে চলাচলরত রাজধানী এক্সপ্রেস, আকিক, আছিম, মক্কা ট্রান্সপোর্ট, ল্যামস, তেতুলিয়া, আয়াত, পল্লবী, অগ্রদূত, স্বজন, কনক, মোহনা, গ্রিণ বাংলা, নিসর্গ পরিবহনে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাফ ভাড়া না রাখার অভিযোগ দীর্ঘ দিনের। 'হাফ পাস নেই' কিংবা সিটিং সার্ভিস দেখিয়ে তারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফুল ভাড়া আদায় করে।

নারী শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির শেষ নেই : গণপরিবহনের সঙ্গে লড়াই করে ছেলে শিক্ষার্থীরা বাসে চড়তে পারলেও ভোগান্তির শেষ নেই ছাত্রীদের। শিক্ষার্থী জাকিয়া সুলতানা জানান, সিটিং সার্ভিসের নাম করে বাসে যাত্রী তুলে গেট লক করে রাখে এবং বেশি ভাড়া আদায় করার পর তারা ঠিকই বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে অতিরিক্ত যাত্রী তোলে। নিতু নামে অপর একজন ছাত্রী বলেন, 'সংরক্ষিত আসন পূর্ণ হয়ে গেলে গাড়ির ইঞ্জিনের ওপর ড্রাইভারের সিটের পাশে দেখিয়ে দেয়া হবে বসার স্থান। বাসের ভিতর এরকম পরিবেশে উঠলেও একজন মহিলা অন্য পুরুষ যাত্রীদের দ্বারা কম-বেশি হয়রানির শিকার হোন। রাত হলে মহিলা যাত্রী ইগনোর করেই চলে যায় ড্রাইভার। তারা মনে করে মহিলা যাত্রী নেয়া ঝামেলা।' অনার্স শিক্ষার্থী সামিয়া আফরিন অনুভা জানান, গাজীপুর রুটে বলাকা, বসুমতি, সুপ্রভাতে হাফ ভাড়া নেয় না। আর মেয়েদেরকে কোনো বাস সহজে নিতে চায় না। সিটিং বাসগুলোতে স্টুডেন্ট নিতে চায় না। আর লোকাল বাসে তো উঠাই যায় না। আর বাসে যে মহিলা সিটগুলো রয়েছে সেগুলোতে পুরুষ বসে থাকে। মহিলাদের জায়গা দিতে চায় না।

রোকেয়া তাসমিন সুষ্টি অভিযোগ করে বলেন, ঢাকা-মাওয়া-শ্রীনগর রুটের কোনো বাসেই হাফ ভাড়া নেয় না, এমনকি বিআরটিসি বাসেও নেয় না। আগে এই রুটে ৪০ টাকা হাফ ভাড়া রাখলেও এখন আমাদের ৭০ টাকা ভাড়া দিতে হয়।